সত্যের প্রকাশ

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশক

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান

সত্যের প্রকাশ

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
আলায়হেস সালাম

পুস্তকের নাম	: সত্যের প্রকাশ
Name of book	: Sachchai ka Izhaar (satter prakash)
লেখক	: হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
Author	: Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Masih Mau'ud Alaihissalam
অনুবাদক	: জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান
Translator	: Jahirul Hassan,Incharge Bangla Desk Qadian
টাইপিং সেটিং	: জাহিরুল হাসান
Typing Setting	: Jahirul Hassan
সংস্করণ	: প্রথম সংস্করণ (বাংলা) সেপ্টেম্বর ২০২১
Edition. Year	: 1st Edition (Bengali) September 2021
সংখ্যা	: ৫০০
Quantity	: 500
প্রকাশক	: নাযারত নশর ও এশায়াত,সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া ,কাদিয়ান,গুরদাসপুর,পাঞ্জাব- 143516
Publisher	: Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian-143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
মূদ্রণ	: ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান,গুরদাসপুর,পাঞ্জাব- 143516
Printed at	: Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

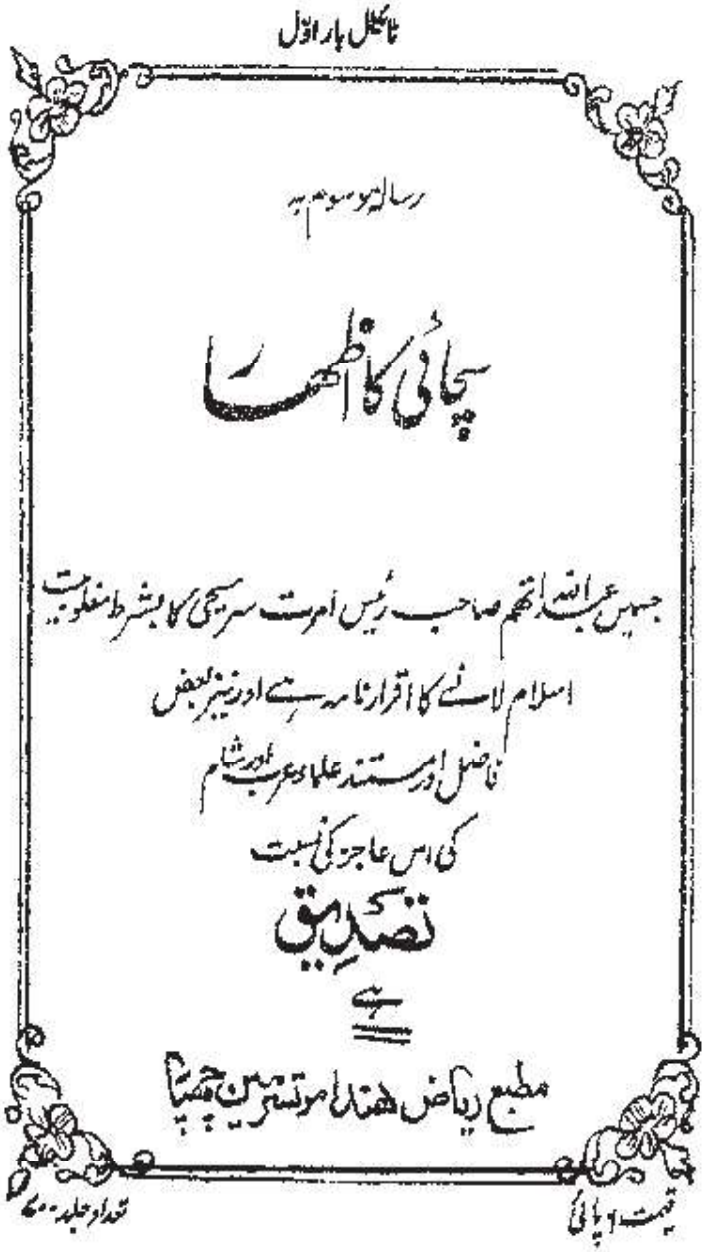

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৮৯৩

প্রাক্‌কথন

ইসলামের সত্যতাকে বিশ্বব্যাপী সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে এবং হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এক বিশ্বস্ত সেবক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ এবং ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালামকে প্রেরণ করেছেন। যাঁর পবিত্র লেখনীর মাধ্যমে অগণিত প্রাণ আধ্যাত্মিক রূপে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। তাঁর পবিত্র রচনাগুলির মধ্যে **'সাচ্চাই কা এযহার'** যার বাংলা অনুবাদ 'সত্যের প্রকাশ' আপনাদের হাতে বিদ্যমান।

প্রবন্ধটি উর্দূ ভাষায় সর্বপ্রথম ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কর্তৃক অমৃতসরনিবাসী খৃষ্টধর্মের প্রমুখ পাদরী ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথমের মোবাহেসা 'জঙ্গে মকদ্দস'-এ পরাজিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করার অঙ্গীকারপত্রটিরও উল্লেখ করেছেন। এবং ডাক্তার ক্লার্ক সাহেবের সেই বিজ্ঞাপনটিকেও তুলে ধরেছেন যা তিনি ১২ই মে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন আর পত্রিকা 'নূর আফশাঁ লুধিয়ানা'-তেও পরিশিষ্টরূপে যা প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল জান্ডিয়ালাবাসী মুসলমানদেরকে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ন করে তোলা। সে কারনে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী এবং প্রমুখ মৌলবীদের দ্বারা হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে দেওয়া কুফর ফতোয়াটিরও বর্ণনা করেছেন, যা 'এশাআতুস সুন্নাহ্'-র মধ্যে ফতোয়া তাকফীর নামে প্রকাশিত হয়েছে। জান্ডিয়ালাবাসী মুসলমানরা এই বিজ্ঞাপন থেকে বিন্দুমাত্র ভয়ভীত হয়নি। আর জান্ডিয়ালা নিবাসী মিঞাঁ মুহাম্মদ বখশ সাহেব পাদরী সাহেবদের উদ্দেশ্যে উত্তর প্রদান কালে লেখেন যে,

"আমরা নিজেরাই এমন মৌলবীদের ধূর্ত এবং কপট মনে করি যারা ইসলামের সমর্থক একজন মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করে।" (সাচ্চাই কা এযহার,রূহানী খাযায়েন,ষষ্ট খন্ড,পৃঃ ৭৪)

এই প্রবন্ধের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞাপনটিরও উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে

আব্দুল হক গজনবী- যে স্বয়ং মোবাহেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল ছাড়াও কাফের ফতোয়া প্রদানকারী অন্যান্য উলেমাদেরকেও তার সাথে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.)-এর অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ প্রথম বার কাদিয়ান থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান করেছেন। পুস্তকটির রিভিউ করেছেন মাওলানা আবু তাহের মন্ডল সদর রিভিউ বাংলা, এবং মাওলানা শেখ মোহাম্মদ আলী সদর এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন সাজিদা খাতুন সাহেবা প্রমুখ।

আল্লাহ্তা'লা পুস্তকটির প্রকাশে সহযোগিতাকারীদের উত্তম প্রতিফল দান করুন। এবং এটিকে সুধী পাঠকবৃন্দের সুপথ প্রাপ্তির মাধ্যম করুন। আমিন।

বিনীত

সেপ্টেম্বর ২০২১

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ--সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের

যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-এর ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষনা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

সত্যের প্রকাশ

শেখ মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের 'এশাআতুস সুন্নাহ্'-র মাধ্যমে পাদরী সাহেবগণের ধর্মীয় বিষয়াবলীতে যে উল্লেখযোগ্য উপকারসাধন হয়েছে তার বিবরণ।

আমেরিকান মিশন প্রেস লুধিয়ানাতে ডাক্তার হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এম ডি মেডিক্যাল, মিশনারী অমৃতসরের পক্ষ থেকে একটি ইশ্তিহার এই অধমের মোকাবেলায় ১২ই এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। যার মধ্যে শেখ মুহাম্মদ হুসায়েন নামক বাটালার জনৈক এক বিখ্যাত মৌলবীর এক পর্যায় অবধি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। বাস্তবেই খ্রীষ্টানদের জন্য এটি বড়ই কৃতজ্ঞতার জায়গা ছিল কেননা ডাক্তার সাহেব এই অধমের মোকাবেলাতে ইসলাম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের পর্যালোচনা,অনুসন্ধান এবং সত্য-মিথ্যার পরখ করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিতর্ককে স্বীকার তো করে নিয়েছেন কিন্তু পরে চিন্তা ভাবনা করে ডাক্তার সাহেবের হৃদয়ে এক পর্যায়ে ভীতির সঞ্চার হয়। আসল কথা হল মোকাবেলাতে মানুষকে খোদা বানানোর সময় শরীর কেঁপে উঠে। খোদা সে তো খোদা'ই আর মানুষ মানুষ'ই। چه نسبت خاك را با قادر پاك (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান খোদার সাথে মানুষের কি তুলনা হতে পারে - অনুবাদক) মোটকথা যখন এহেন ভীতি ও অস্থিরতা পাদরী সাহেবদের হৃদয়ে সঞ্চার হল যে এমনটা না হয় যেন ইসলামের 'সীরাতে মুসতাকীম-র বিরোধীতায় খ্রীষ্টিয় ষড়যন্ত্রের যাবতীয় রহস্য উন্মোচন হয়ে পড়ে তখন চেষ্টা করা হয় যে এই বিতর্ক কোনও রকমে স্থগিত হয়ে গেলেই মঙ্গল। আর এই নিমন্ত্রন কোনও রকমে টলে যাওয়াই উত্তম। এই বিরহলগ্নে শেখজির নিকট থেকে তাদের

মহা উপকার সাধিত হয়। যতদূর মনে হয় যে শেখ সাহেব স্বয়ং সম্মানীয় পাদরী সাহেবগণের সেবার্থে গোপনে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎও পর্যন্ত করে থাকবেন। কেননা ডাক্তার সাহেব আমাকে যে পত্র লিখেছেন এবং 'এশাআতুস সুন্নাহ্'র কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন সেই উদ্ধৃতিগুলি শেখ সাহেবের বর্ণনাকৃত উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্য রাখে। যদি শেখ সাহেবকে শপথ করে বলতে বলা হয় তবে সে অস্বীকারও করতে পারবে না। অতঃপর নূর আফশাঁ'র সেই টীকা যা ১২ই মে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আর এই মুহূর্তে আমাদের হাতে বিদ্যমান সেটাকে গভীর ভাবে নিরীক্ষন করলে সেও এই সাক্ষই প্রদান করছে। এর মধ্যে এরূপ বর্ণনার উল্লেখ আছে, আপনারা (হে জান্ডিয়ালাবাসীবৃন্দ!) এমন এক ব্যাক্তিকে (অর্থাৎ এই অধমকে) বিতর্কের জন্য উপস্থাপন করছেন যাকে একজন মোহাম্মদী ব্যক্তি হিসাবেও ধারণা করা অসম্ভব। আপনারা কোন্ চিন্তায় নিমগ্ন। আপনারা কি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী সম্পর্কে পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানের উলামা কর্তৃক প্রকাশিত কাফের ফতোয়া দেখেন না। উল্লেখিত সেই ফতোয়াতে তারা এরূপ লেখে, আমরা প্রশ্নকারীর উত্তরে যা কিছু লিখেছি আর কাদিয়ানী'র পক্ষে যা ফতোয়া দিয়েছি তা সঠিক এবং কিতাব ও সুন্নত এবং উম্মতের বিশিষ্টজনদের সাক্ষ্য এর উপর বিদ্যমান। আপামর মুসলমানদের উচিত এরকম মিথ্যাবাদী দাজ্জাল থেকে দূরত্ব বজায় রাখে এবং তার সাথে সেইসব ধর্মীয় বিষয়াদিতে সংস্রব না রাখে যা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে হওয়া উচিত। তার সান্নিধ্যও অবলম্বন করা ঠিক নয়। আর তাকে সালাম করায় যেন প্রাথমিকতা না দেওয়া হয়। আর সুন্নতি দাওয়াতে তাকে আমন্ত্রন জানানো থেকে যেন বিরত থাকা হয়। আর তার আমন্ত্রনও যেন গ্রহন না করা হয়। কেউ যেন তার ইমামতিতে নামায না পড়ে আর তার জানাযাতেও কেউ যেন অংশগ্রহণ না করে। ইসলাম ধর্মের এ ব্যক্তি চোর বিশেষ। যে ব্যধিকে প্রশস্ত করে। দাজ্জাল,কায্যাব (মিথ্যাবাদী), অভিশপ্ত,বিপথগামী,ইসলাম থেকে বিচ্যুত,কাফের, বরং কাফেরদের থেকেও

নিকৃষ্ট, ইবলিস দ্বারা পথভ্রষ্ট, এবং অন্যদের পথভ্রষ্টকারী,সুন্নত এবং জামাত থেকে বহির্ভূত,খুব ভয়ংকর দাজ্জাল এবং দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া সঞ্চয়কারী। আর যদি বিশদে জানতে হয় তবে পুস্তক 'এশাআতুস সুন্নাতুল নবুওয়া' মৌলবী আবু সাইদ মুহাম্মদ হুসায়েন থেকে সংগ্রহ করে দেখে নিতে পারেন। মূল্য আট আনা, এবং লাহোর থেকে যা সংগ্রহ করা যেতে পারে। আপনি অদ্ভুত এক অবহেলাতে নিমজ্জিত যে পুস্তকটি এখনও পর্যন্ত চাক্ষুষ করেননি। আফশোস আপনার উপর আর জান্ডিয়ালাবাসী মুসলমানদের সাহসের উপর! যার জানাযাও পর্যন্ত বৈধ নয় তাকে আপনারা নিজেদের ধর্মগুরু স্বীকার করে বসেছেন! আশ্চর্য আপনাদের বোধ বুদ্ধি!

এখন লক্ষ্য করা উচিত যে পাদরী সাহেবগণ মিঞাঁ বাটালবী এবং তার পুস্তক 'এশাআতুস সুন্নাহ্' থেকে কিরূপে লাভবান হয়েছেন। আর আমাদের সুশীল চিন্তাবিদগণ কিরূপে বিরোধীদের সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এটি আনন্দের বিষয় যে, এই প্রতারণামূলক পত্রটি যা 'এশাআতুস সুন্নাহ্'র উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছিল তা দেখে দৃঢ় ঈমান জান্ডিয়ালাবাসীবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। আর মিঞা মোহাম্মদ বখ্শ জান্ডিয়ালা থেকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব সম্মানীয় পাদরী সাহেবগণকে প্রদান করেন। তিনি লেখেন যে কোনও ধর্ম মতভেদ মুক্ত নয়। আর খৃষ্টধর্মও এর অন্তর্ভূক্ত। আর আমরা এমন মৌলবীদের স্বয়ং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বলে মনে করি যারা ইসলামের সমর্থক একজনকে কাফের আখ্যায়িত করছে।

সর্বসাধারণের নিমিত্তে ঘোষনা

শেখ বাটালবী সাহেব 'এশাআতুস সুন্নাহ্' দু'বার এ দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল যে, আরবী ব্যাখ্যা এবং কাসীদা সম্পর্কে এই পক্ষ থেকে প্রমানাদি সম্পূর্ণ করার নিমিত্তে যা কিছু লেখা হয়েছিল কাল বিলম্ব না করে আমি সেই পত্রের

জবাব অমুক অমুক তারিখে অবশ্যই প্রেরণ করব।' এখন উক্ত দুটি তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে ষোল দিন হল আর আল্লাহ্ অতি উত্তম জানেন যে এখনও আরও কতদিন অতিবাহিত হবে। শেখ সাহেবের দ্বারা বার বার এই অঙ্গীকার ভঙ্গ প্রমান করে যে তিনি কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছেন। আর তিন দিন হল অমৃতসর থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পাই যে কতিপয় মৌলবী বলে বেড়াচ্ছে যে ঐ মোবাহেসা (তর্কপূর্ণ আলোচনা-অনুবাদক)-তে যদি মসীহ্র জীবন মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক হয় তবে আমরা অবশ্যই সে সময় ডাক্তার ক্লার্কের সাথে শামিল হয়ে যাব। সুতরাং শেখ সাহেব এবং তার শুভচিন্তক গুনগ্রাহীদের সূচিত করা যাচ্ছে বরং দিব্য দেওয়া যাচ্ছে যে এই উত্তাপও বের করে দিন। মসীহ্র জীবন-মৃত্যু নিয়ে ডাক্তার ক্লার্ক সাহেবের সাথে বিতর্ক অবশ্যই হবে। নিঃসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করুন।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُخْزِى الْكَاذِبِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

(এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদের লাঞ্ছিত করেন এবং সর্বশেষ দাবী হল সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্তা'লার জন্য। - অনুবাদক)

ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের একটি সন্দেহের নিরসন

ডাক্তার সাহেব তার বিজ্ঞাপন, ১২মে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যা 'নূর আফশাঁ লুধিয়ানা'র পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছে- তন্মধ্যে শেখ বাটালবী সাহেবের 'এশাআতুস সুন্নাহ্' থেকে প্রতারিত হয়েছেন কিংবা জনগণকে প্রতারিত করতে চেয়েছেন। যেমন, ইসলামের নির্ভরযোগ্য উলেমাগণ এই অধমকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এজন্য সর্বসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছে যে ইসলামের বিশিষ্ট আলেম সম্প্রদায় যাদেরকে খোদাতা'লা জ্ঞান ও আমলে

ভূষিত করেছেন এবং ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন তারা আমার সাথে আছেন আর এখন প্রায় সংখ্যায় চল্লিশ জনের মতো হবে। আর প্রতিপক্ষের নিকট এরকম লোকের সংখ্যাধিক্যতা রয়েছে যারা শুধুমাত্র নামধারী মৌলবী এবং জ্ঞান ও কর্মপন্থার শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে যারা রিক্তহস্ত। যদি এই অধমের এ বর্ণনা ডাক্তার সাহেবের দৃষ্টিতে অতিরঞ্জিত মনে না হয় তবে ডাক্তার সাহেব এমন কোন বিতর্ক সমাবেশে যা বিরোধী মৌলবী এবং এই অধমের দলভুক্ত জ্ঞানী আলেমসম্প্রদায়ের মধ্যে হবে,তথায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। বরং খুব শীঘ্রই এরকম একটা বিতর্ক সভা ১৫ জুন ১৮৯৩ ইং অবধি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যেখানে বিরোধী মৌলবী গোলাম দস্তগীর আর তার সমমনষ্ক লাহোরের আলেম সম্প্রদায়ও উপস্থিত থাকবে। আর এইপক্ষ থেকে একজন কিংবা দু'জন আলেম মোকাবেলার জন্য নির্ধারণ করা হবে। অতঃপর পাদরী সাহেব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে ঐশীজ্ঞানপ্রাপ্ত আলেম সম্প্রদায় এবং বিজ্ঞ ফাযেল সম্প্রদায় কোন দিকে অবস্থান নিচ্ছেন। আর নামধারী মৌলবীশ্রেণী এবং কুভাষীরা কোন দিকে। বিখ্যাত উপমা হল شنیدہ کے بود مانند دیدہ (শুনেছি সে দেখার মতো ছিল-অনুবাদক)। একজন কৃ-পণ শত্রুর লেখনী থেকে যা নির্গত হয় সেই পক্ষপাতমূলক বর্ণনা একজন বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে কখনই তা সম্মানীয় হয়ে ওঠে না। বরং তার প্রকৃত সত্যতা পরীক্ষার সময় অনাবৃত হয়ে যায়।

এছাড়া ডাক্তার সাহেব এটাও অবগত যে ইসলামের বিজ্ঞআলেমগণের কেন্দ্রভূমি হ'ল মক্কা এবং মদীনা। زادھما اللہ مجداً وشرفاً وبرکۃً (আল্লাহ্ তাদের গৌরব এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন এবং একে আশীর্বাদ করুন। -অনুবাদক) আর ইসলামের নিকট এই আরবকেই বিশেষ করে মক্কা এবং মদীনাকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করা হয়ে থাকে। অতএব এই আশীষমন্ডিত স্থানগুলির হৃদয়ের টুকরো বিজ্ঞ আলেম সমাজও এই অধমের সাথেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সম্মানীয় তিন বুযুর্গের উদ্ধৃতি নীচে উল্লেখ করছি।

(আরবের একজন ফাযিল কর্তৃক এই অধমের গ্রন্থ 'আয়না কামালাতে ইসলাম' এবং তবলীগের উচ্চস্তরীয় ব্যাপকতার উপর সাক্ষ্য প্রদান যিনি এক মহান শহরের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক)

ভ্রাতৃসম সম্মানীয় মৌলবী হাফিয মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব সাল্লামাহু দেহরাদূন থেকে লিখছেন, আমি একথার উপর ঈমান আনয়ন করছি যে আপনি যুগের ইমাম এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সমর্থিত। উলামাগণকে অবশ্যই আল্লাহ্তা'লা আপনার শিকারে অথবা দাসত্বে পরিণত করেছেন। আপনার বিরোধিতাকারীরা কখনও সফলকাম হতে পারবে না। আমাকে আল্লাহ্ তা'লা আপনার সেবকদের মধ্যে জীবিত রাখুন এবং এই দাসত্বেই মৃত্যু দিন। হে খোদা! তুমি এমনটাই করো। একজন প্রজ্ঞাবান আরব বিদ্বান এই মুহূর্তে আমার পাশে বিদ্যমান। মিসরীয়-সৈয়্যদ এবং আরবী কবিতার সহস্রাধিক পঙক্তি যার কণ্ঠস্ত,তাঁর সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথোপকথন হয়। তিনি বিদ্যার সাগর আর আমি নগন্য সাধারণ একজন। কিন্তু 'তাওয়াফ্ফা'র অর্থ অধরাই থেকে যায়। আপনার সন্দর্ভ 'আয়না কামালাতে ইসলাম' তাঁকে দেখানো হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ এমন রচনা তো আরব পর্যন্ত লিখতে অক্ষম সেখানে একজন হিন্দুস্তানির কি সামর্থ্য। কাসীদা নাতিয়া (প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসায় বর্ণিত স্তুতি বা কবিতা- অনুবাদক) পাঠ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন। আর বলে ওঠেন, খোদার কসম! আমি এযুগের আরবদের কবিতাগুলিকে পছন্দ করি না আর হিন্দিয়োঁ (তৎকালীন হিন্দুস্তান অধূনা ভারতবর্ষ- অনুবাদক) দের কথা কি বলব। কিন্তু এই পঙক্তিগুলিকে আমি কণ্ঠস্থ করব। অতঃপর বলে খোদার কসম যে ব্যক্তি এর চেয়ে উত্তম ইবারত (বিষয়বস্তু-অনুবাদক) বর্ণনার দাবী করে সে আরবীয় হোক না কেন সে আসলে অভিশপ্ত মুসায়লেমা কায্যাব*। তাঁর (আ.) যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলীর

* এই ব্যক্তি আরবের অধিবাসী ছিল। অত্যাধিক মিথ্যাচারী হওয়ার কারনে তাকে কায্যাব নামে অভিহিত করা হয়েছিল। -অনুবাদক

পরিপূর্ণতায় আমি বিশ্বাস করি যে এগুলি ঐশী সাহায্য এবং সমর্থনে পুষ্ট এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ নয়। আমি হযরতকে আমার প্রাণ এবং আমার পরিবার ও সন্তানাদির উপর প্রভু নিযুক্ত করেছি।

এই অধমের প্রতি এক আরব বিদ্বানের অনুরাগ ভরা পত্র

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

یامن انشد نسیم الاشتیاق عن وسیم وصفه واستنشق عباهر الازاهر من شمیم عطره وعبیر عرفه احیط حضرتك العالیة بأسرار الاسرار واعیذ سعادتك السامیة من نوائب الاقدار لازالت سفن نجاتك تجری فی بحار العلوم والویة سیادتك معقودة لحل اشکالات المنطوق والمفهوم ولا برحت الجباه لعلوحضرتك ساجدة والافواه بالثناء علی محاسن ذاتك شاهدة لا احصی ثنائی علیك ولا دعائی وشوقی الیك السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تحیة عن وِدٍّ اکیدٍ وقلب لم یکدره تنکید اما بعد فان راقم الاحرف قدهبت به نسیم الامال وزعزعته لواعج الانتقال حتی قذفته سهام الاقدار فی بلدة هذه الدیار فجمعته طرق الاتفاق بتقدیر الملك الخلاق بالاخ الرفیق والمولی الشفیق الحافظ المولوی محمد یعقوب وقاه الله من ورطات العیوب ووهدات الذنوب فی بلدة دهره دون لازال رحبها بالمواهب الالٰهیة مشحون فاخذنا نجنی ثمار الاخبار وندیر اقداح التذکار عما مضی وتقدم من الازمان والاثار حتی افضی بنا الحدیث الی هذا الزمان فذکرت حضرتکم العلیة فسئلتهٗ عن بیانها بوجه التفصیل والایضاح فاخبرنی بالجناب ومناقبه بماکان اهلا له حتی

ثنی عنان فکری واستمال عطف خاطری الی مشاهدة الذات لما سمعت
من بدیع الصفات اذا الکلام صفة لقائله ولا یخفی ما فی المشاهدة من عمیم
الفائدة ولذلك طلبها الکلیم علیه السلام ولم یمنعنی من تلك الا مشقة
الطریق وتوقد الرمضاء واصفرار الید وخرق الجیب وعدم الراحلة (شعر)

ولو انّی اطیر لطِرت شوقا   الیك ولم اکن عن ذالك ناحی
ولکن اجنحی قصت وّصیرت   وکیف یطیر مقصوص الجناح

وعلی کل حال فان عدم ذلك بالاقدام فممکن ان یکون بالاقلام لاسیما
وقد قیل القلم احد اللسانین والمراسلة نصف المواصلة ولکن لیس الخبر
کالعیان اذ هو عین الیقین الا انا اذا فقدنا الماء صرنا الی بدیله۔ والسلام

অনুবাদ :

হে সেই মহান হস্তী যার গুণরাজির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শীতল বায়ু মধুর সুরে গেয়ে ওঠে। রজনীগন্ধা এবং জুঁই যার সুগন্ধে সুগন্ধিত এবং মাতোয়ারা। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম রহস্য আপনার সুমহান সত্বাকে পরিবেষ্টন করে আছে। নিয়তির দূর্ভাগ্য থেকে আপনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন। আপনার মুক্তিদায়ক জাহাজ জ্ঞান সাগরে সর্বদা বিরাজমান থাকুক। আর আপনার পথপ্রদর্শক বৈজয়ন্তী তত্বজ্ঞান এবং বুৎপত্তির সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করার জন্য যেন সর্বদা উৎকৃষ্ট থাকে। আপনার মহানুভবতার সম্মুখে সবাই যেন নতমস্তক থাকে। আর জিহ্বা যেন আপনার গুণকীর্তন বর্ণনার সাক্ষ্য প্রদান করে। আমার পক্ষে আপনাকে প্রশংসা করা, আপনার জন্য দোয়া করা এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বাসনা পোষন করা বর্ণনাতীত।

আসসালামো আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

সালামের এই উপহার অত্যন্ত প্রেম এবং কলুষমুক্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত। যা কোন আবর্জনায় পরিপূর্ণ নয়। অতঃপর নিবেদন করি যে এই পত্র লেখককে আকাঙ্খার স্নিগ্ধ সমীরণ নিয়ে চলেছে এবং পর্যটনের তীব্র অভীপ্সা আমাকে

সংসারত্যাগী করে তুলেছে। আর অদৃষ্টের তির তাকে এ দেশের এই শহরে নিয়ে এসেছে। সংযোগবশত ভাগ্যবিধাতা এখানে তার প্রিয় ভ্রাতা এবং সহমর্মী বন্ধু মৌলবী হাফিয মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটায়। (তার আঁচল যেন সর্বদা ঐশী অনুগ্রহরাজিতে পরিপূর্ণ থাকে।) আল্লাহ্‌তা'লা তাকে দেরাদুন শহরে পাপের পঙ্কিলতা এবং দোষত্রুটির অবসন্নতা থেকে নিরাপদ রাখুন। অতঃপর আমরা পারস্পরিক বিচার আদানপ্রদানের মাধ্যমে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হই এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ও নিদর্শনাবলীর বিষয়ে চর্চা আরম্ভ হয়। এমনকি আলোচনা সাম্প্রতিক কাল অবধি এসে পৌঁছায় এবং আপনার সুমহান অস্তিত্বের বিবরণী উঠে আসে। আমি তার নিকট আপনার সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হতে চাই। তখন তিনি আপনার এবং আপনার মহানুভবতার যথাযোগ্য বর্ণনা আমার সম্মুখে তুলে ধরেন। এমনকি আপনার অনুপম বৈশিষ্ট্য শ্রবণে আমার সংবেদনশীল মন আপনার সুমহান সত্ত্বা দর্শনে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সাহিত্যের বুলি আওড়ানোকারীদের দোষ ত্রুটি দর্পন প্রকাশ করে দেয়। আর সাক্ষাতে যে মহা কল্যান নিহিত তা কারোর নিকট অজানা নয়। সে কারনেই হজরত মূসা এর প্রার্থনা করেছিলেন। অবশ্য ন্যায় মার্গের পথে উত্তাপের দহন,পরিশ্রান্তি, অর্থের অপ্রতুলতা এবং বাহন না থাকা আমার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি আমার ওড়ার ক্ষমতা থাকত তবে সাগ্রহে আমি আপনার পানে ডানা মেলে আসতাম আর কখনও পিছপা হতাম না। কিন্তু আমার যে ডানা কেটে দেওয়া হয়েছে। আর ডানা বিহীন পক্ষী কিরূপে উড়তে সক্ষম?

যাইহোক এই সাক্ষাৎ যদি আমাদের সরাসরি নাই বা হয় তবে পত্রের মাধ্যমেই হোক। যেরূপে বিখ্যাত উপমা বিদ্যমান যে লেখনী হল দুটো জীহ্বার মধ্যে একটা আর পত্র হল স্বয়ং অর্ধেক সাক্ষাৎ। যদিও শ্রবণীয় জিনিষ প্রত্যক্ষ দর্শনের স্বরূপ হয় না। কেননা তা হ'ল চাক্ষুষ বিশ্বাস। হ্যাঁ, যখন সে জলকণা থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে তার মেঘের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে মাত্র। বিনীত

এই অধমের পক্ষ থেকে আরব বিদ্বানকে জবাবি অনুরাগ-পত্র

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اما بعد فاعلم يا محبي ومخلصي قد وصلني كتابكم العزيز واذا فتحته ونظرت اليه قرأته وفهمت مافيه فاذا هو من حب حفي وتقي وفهيم وذكي ناقد بصير ذي رأي صائب وعقل عزيز الى فقير۔ عرضة تكفيرٍ۔ مهجور صغيرٍ و كبيرٍ۔ فحمدت الله على انه وهب لي كمثلك محبًا مسليًا من العرب العرباء وبشرني به نسيم محبة تلك الشرفاء وكنت قد نمقت كتابًا لارسله الى ديار العرب والشام لعلي انصر من تلك الكرام فوجدت مكتوبك في اسعد الايام وحسبته باكورة جني العرب وتفألتُ به لاصلاح الشرق والغرب۔ وتاقت نفسي ان اوطئ الله ثراك لافوّز بمراك۔ يااخي ان علماء هذه الديار قد اكفروني و كذبوني ورموني بالبهتانات۔ وتمايلوا عليّ باللعن والطعن والهذيانات۔ فبرئت من تلك العلماء وعلمهم۔ ولحقت بمن يشك في سلمهم وانى ارى خواطرهم تشابه خواطر اليهود۔ في ظن السوء والتجاسر امام الرب المعبود۔ اصروا على اكفاري وجاهدوا لاضراري۔ و كفروا مؤمنا موحدا في التحرير والتقرير۔ وما ندموا على بادرة التكفير وظنّوا ان الوقت ليس وقت ظهور مجدد يجدّد الدّين۔ ويرجم الشياطين۔ اما رأوا ان الغاسق قد وقب و مهجّة الخير قد انتقب۔ والعدو صال على حصن الاسلام ونقب۔ واخذ الظلام موضع النور وعقب۔ وظهر قوم على الارض يعبد الصّليب ويتخذ الهًا العبد الضعيف الغريب۔ ويضل البعيد والقريب۔ مافي يديهم الا المكر والزور۔ اوالمال الموفور۔ فتهوى اليهم العُمى والعُور۔ ودخل في شركهم الزمر والجمهور۔ وعسى ان يدرك هذا

لعطب اكثر المسلمين۔ ويفنون من ايدى المغتالين۔ فنظر الله الى الامة المرحومة ووجدهم المستضعفين۔ فارسل عبدًا من عباده ليجدّد الدّين ويقيم البراهين۔ يااخى ان هذه الايام ليل دامس۔ وطريق طامس۔ فرئى الله تعالى مفآسد هذا الزمان وتطاير فتن الدوران۔ وظلام الكفر والطغيان وقيام الخلق على شفاء النيران۔ فاعطى بفضله مصباحاً يؤمنهم العثار وينير السّنن والآثار وانى قصّصت عليكم بعض هذه الآلام لتُدركم رقة على غربة الاسلام۔ فانى اراك فتًى صالحًا ومن المخلصين المحبّين وقد اسررتنى بكلمات محبتك وسلّيت باقوال مودتك غريبا مهجور القوم و مورد الطعن واللوم فجزاك الله ورحمك وهو ارحم الراحمين۔ آمين

الراقم العبد الضعيف مهجور القوم غلام احمد عفى عنه

অনুবাদ:-

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
নাহ্মাদুহূ ওয়া নুসাল্লি ‘আলা রসূলিহিল কারীম

আসসালামো আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু

হে আমার স্নেহের বন্ধু! আপনি অবগত হোন যে আপনার ভালবাসাপূর্ণ পত্র আমি পেয়েছি। যখন এটি আমি পাঠ করি আর এর মধ্যে উল্লেখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হই তখন বুঝতে পারি যে এটি এমন একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্রের পক্ষ থেকে যে সৎ,সংযমী,বুদ্ধিমান,যাচাই বাছাই করার ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রকৃত এবং সঠিক রায় প্রদানকারী একজন বুদ্ধিজীবি তথা দূরদর্শী ব্যক্তি। এই অধমের প্রতি যা তিনি লিখেছেন তা কুফর ফতওয়ার চিহ্নাবলী এবং সর্বপ্রকার তঞ্চকতামুক্ত।

অতঃপর আমি আপনার ন্যায় স্বান্তনাপ্রদানকারী এবং বিশেষ করে আরবদের মধ্য থেকে এমন ভালবাসা পোষন কারীর জন্য খোদাতা'লার সমীপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা আমাকে সেসব পবিত্রচেতা লোকের ভালবাসা অর্জনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন আর এই অভিলাষে আামি আরব এবং সিরিয়া ইত্যাদি দেশসমূহে প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি পুস্তক রচনা করি যাতে সেখানকার বুদ্ধিজীবি জনগনের সমর্থন লাভে সক্ষম হই। এ হেন মঙ্গলময় দিনগুলিতে আপনার পত্রলাভে মনে করি যে, এটি আরবের ফসলগুলির মধ্য থেকে প্রথম ফসল এবং পূর্ব পশ্চিমের সংশোধন হেতু এটি শুভ লক্ষণ। আমার হৃদয়ে এ বাসনা জাগ্রত হয় যেন আল্লাহ্তা'লা আমাকে আপনার ভূমিতে নিয়ে যান। যাতে আমি আপনার দর্শন লাভ করতে পারি।

হে আমার ভ্রাতা! এই দেশের উলেমারা আমাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়েছে। তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমার উপর বিভিন্ন প্রকারের আরোপ লাগিয়েছে। ভর্ৎসনা ও নিরর্থক ভাবে আমার উপর অযথা আক্রমন শানিয়েছে। আমি সেই সব আলেম সম্প্রদায় এবং তাদের তথাকথিত বোধশক্তি থেকে বিমুখ। আর আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যারা তাদের তথাকথিত ইসলামে সন্দেহ পোষন করে। কুধারনা পোষন এবং ইবাদতের যোগ্য প্রভুর সম্মুখে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে আমি তাদের হৃদয়কে ইহুদীদের হৃদয়ের ন্যায় পেয়ে থাকি। তারা আমাকে কাফির সাব্যস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আমাকে যাতনা দেওয়ার যথা সম্ভব প্রয়াসে তারা নিমগ্ন। আর খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী একজন মোমিনকে তারা নিজেদের লেখনি এবং বক্তৃতায় কাফির আখ্যায়িত করেছে। আর কুফ্র ফতোয়া প্রদানে তৎপরতা প্রদর্শনে তাদের কোন কুন্ঠা নেই। তারা মনে করে যে, এ সময় কোন মোজাদ্দিদের আগমনের উপযুক্ত সময় নয় যে ধর্মকে পুনরায় সঞ্জীবিত করবে এবং শয়তানদের হাত থেকে তাদের নিষ্কৃতি প্রদান করবে। তারা কি দেখে না যে অন্ধকার বিরাজমান। এবং কল্যাণের পথ তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আর শত্রু

ইসলামের দুর্গে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত এবং সুযোগ অনুসন্ধান করছে। পথভ্রষ্টতা এখন ধর্মের স্থান নিয়ে নিয়েছে। পৃথিবীতে সেই জাতির আজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা ক্রুশকে ইবাদত করে আর অসহায় মানুষকে নিজেদের উপাস্য নির্ধারন করেছে। তারা দূরের এবং নিকটের প্রত্যেককে বিপথগামী করে তুলছে। তাদের হাতে কেবল মিথ্যাচারিতা,কপটতা এবং পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যতা মাত্র। সে কারণে অজ্ঞতা এবং বস্তুবাদিতা আজ তাদের দিকে ধাবমান। দলে দলে জনগন তাদের জালে ফেঁসে চলেছে। খুব সম্ভব এই বিনাশ অধিকাংশ মুসলমানকে তাদের কব্জায় নিয়ে ফেলবে। এবং এই অন্তর্ঘাতকদের হাতে তারা বিনষ্ট হবে।

এমতবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা এই অসহায় জাতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাদেরকে দূর্বল প্রত্যক্ষ করে তিনি তাঁর অনুরাগিদের মধ্য হতে একজন অনুরাগীকে পুনরায় ধর্মের সঞ্জীবনের উদ্দেশ্যে এবং অভিনিবেশের চরম প্রয়াস কে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হে আমার ভ্রাতা !এই দিবস চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায়। পবিত্রতার নিদর্শন এখন অবলুপ্তপ্রায়। পরিশেষে আল্লাহ্তা'লা এই যুগের অশ্লীলতা, সমসাময়িক অব্যবস্থার অস্পষ্টতাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং মানবজাতিকে অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে দন্ডায়মান দেখে তিনি নিজ পক্ষ থেকে একটি দীপক প্রজ্বলিত করেন যা তাদেরকে পথভ্রষ্টতা হতে বিরত করবে এবং তাঁর নিদর্শনাবলীগুলিকে জাজ্বল্যমান করে তুলবে। আমি সেসব মর্মবেদনা হতে কয়েকটি আপনার সম্মুখে তুলে ধরলাম মাত্র। যাতে ইসলামের এই অসহায়তায় আপনার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। আমি আপনাকে একজন পবিত্রচেতা, বুদ্ধিমান এবং আমার পরম মিত্র মনে করি। আপনি আপনার আন্তরিক কথায় আমাকে মুগ্ধ করেছেন। আর নিজের মনো-মুগ্ধকর সম্ভাষনের দ্বারা অসহায় এবং জাতির নিকট বিতাড়িত এবং তিরষ্কারের যোগ্য এই অধমকে স্বান্তনা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্তা'লা আপনাকে এর উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন। আপনার উপর

তাঁর কৃপাদৃষ্টি অবতীর্ণ হোক। তিনি'ই সর্বাপেক্ষা অধিক কৃপাদৃষ্টি প্রদানকারী। আমিন।

লেখক

অসহায় এবং জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত গোলাম আহমদ

আরব দেশের মক্কা নিবাসী একজন বিদ্বানের পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العٰلمين والصّلوة والسلام على اشرف الخلق اجمعين الى حضرة الجناب المحترم المكرم العزيز الاكرم مولانا ومرشدنا وهادينا ومسيح زماننا غلام احمد حفظه الله تعالىٰ آمين ثُم آمين يارب العٰلمين۔ امابعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد وصلنا كتابكم العزيز و قرئنا وفهمنا مافيه وحمدنا الله الذى انتم بخير وعافية ويا سيدى اطلب من الله ثم من جنابكم العفو والسماح فيما قداخطئت ويا سيدى انا ولدك وخادمك ومحسوب على الله ثم الى جنابكم وان شاء الله تعالى انا تبت وعزمت على ان لا اعود ابدآ ولا اتكلم بمثل الكلام الذى ذكر قط جمّل الله حالكم و شكر الله فضلكم والسلام

الراقم احقر العباد محمد ابن احمد مكّى

قد عجبنى الكلام الذى ذكرتم فى الكتاب۔ الحمد لله الذى وعدنى بملاقات جنابكم لا شك ولاريب انك انت من عند الله اٰمنا وصدقنا واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العٰلمين۔

راقم محمد ابن احمد مكّى

অনুবাদ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌তা'লার জন্য। এবং মানবজাতির সর্বোত্তম মহাপুরুষ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক।

আমাদের সম্মানীয় পথপ্রদর্শক এবং যুগের মসীহ্ হযরত গোলাম আহমদ সাহেব! আল্লাহ্ আপনাকে সুরক্ষা প্রদান করুন। আমিন সুম্মা আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আসসালামো আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহ

আমি আপনার আন্তরিক পত্র পেয়েছি। এটা পাঠ করেছি এবং এর মধ্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করেছি এবং আপনার সুসাস্থ্যের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। সম্মানীয় হুযুর! আমি আল্লাহ্‌তা'লার নিকট অতঃপর আপনার নিকট আমার ভুল-ভ্রান্তিগুলির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। হুযুর! আমি আপনার সন্তানসম এবং একজন একনিষ্ঠ সেবকমাত্র। আল্লাহ্‌তা'লা এবং আপনার সম্মুখে এ অধম উত্তরদায়ী। আমি অনুশোচনা করছি এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় থাকলে আমি কখনই আর পশ্চাদনুসরন করব না। আর পূর্ববর্তী কথাগুলির ন্যায় কখনই বলব না। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ রাখুন। আপনার মঙ্গল করুন। আপনার দানশীলতা ও মহানুভবতার উত্তম পুরস্কার সম্প্রদান করুন। লেখক

বিনীত

মুহাম্মদ বিন আহমদ মক্কা নিবাসী

আপনি আপনার পত্রে যা উল্লেখ করেছেন তা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিহিত। খোদার পরম করুণা তার উপর

অবতীর্ণ হোক যে আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের আশা প্রদান করেছে। আপনার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সন্দেহ ও সংশয় নেই। আমি ঈমান আনয়ন করছি এবং বিশ্বাস স্থাপন করছি। আর আমাদের অন্তিম কথা এটাই যে সমস্ত প্রশংসা হ'ল বিশ্ব জগতের প্রভূ ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌ তা'লার উদ্দেশ্যে।

লেখক

মুহাম্মদ বিন আহমদ মক্কা নিবাসী

এক প্রজ্ঞাবান আরবী পন্ডিত সৈয়্যদ আলী পিতা শরীফ মুস্তফা আরব নিবাসীর পত্রের সারাংশ

সৈয়্যদ সাহেব আরব নিবাসী একটি সুদীর্ঘ পত্রে বহু পঙক্তি ছন্দের আকারে এবং এক দীর্ঘ নিবদ্ধ গদ্যরূপে প্রশংসাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। তার সুদীর্ঘ প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি এটাও ছিল যে,

الى جناب الاجل الناقدالبصير طود العقل الغزير و كوكب الشرق المنير ذى الحزم و الهام الله الكبير صاحب الالهام ركن الدولة الا بدية سلطان الرعية الاسلامية ميرزا غلام احمد۔ فضائله تلوح كا لكوكب فى الأفاق للجاهل وعاقل بحر الندى الذى لا يرى له الساحل و منبع العلوم و العطايا التى هى صافية المناهل۔

অনুবাদঃ - সম্মানীয় দূরদর্শী এবং প্রতিভাশালী এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেক সম্পন্ন পূর্বাকাশের উদীয়মান নক্ষত্র, দৃঢ়চেতা এবং পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন,মহান খোদাতা'লা কর্তৃক প্রেরিত, ঐশী সাম্রাজ্যের সদস্য এবং ইসলামি প্রজার বাদশাহ মির্যা গোলাম আহমদ।

আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিটা অজ্ঞ এবং জ্ঞানীদের জন্য দিগন্তের নক্ষত্রের ন্যায়

দীপ্তিমান। আপনি দান এবং অনুকম্পার অপার সাগর এবং তত্বজ্ঞানের এমন উৎস যার তটভূমি অত্যন্ত শুদ্ধ এবং স্বচ্ছ ।

আমি আশা রাখি পরবর্তিতে এই আরব বিদ্বানের কাসীদা এবং বিস্তারিত পত্রও প্রকাশিত করা হবে। প্রমাণ স্বরূপ এখন এতটাই যথেষ্ট।

ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক এবং অন্যান্য খ্রীষ্টানদের উকিল মিস্টার আবদুল্লাহ্ আথমের পরাজিত অবস্থা এবং মুসলমান হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার

এখন আমি অমৃতসরের ভূতপূর্ব অতিরিক্ত অ্যাসিসট্যান্ট বর্তমানে পেনশনভোগী মিস্টার আবদুল্লাহ্ আথম সাহেবের সেই অঙ্গীকারটি নীচে উল্লেখ করছি যা সে ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক এবং জান্ডিয়ালা নিবাসী খ্রীষ্টানদের পক্ষ হতে উকিল রূপে পরাজিত হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে করেছিল। সে তার অঙ্গীকার নামায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছে যে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে অথবা কোন অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনে যদি সে পরাজিত সাব্যস্ত হয় তবে সে ইসলাম ধর্ম স্বীকার করবে। আর সেটা হল ঃ-

মিস্টার আবদুল্লাহ্ আথম সাহেবের ০৯ই মে ১৮৯৩ ইং-তারিখের পত্রের প্রতিলিপি

স্থান : অমৃতসর

জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানের সম্মানিত রাইস

ইসলামের যৌক্তিকতাপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে নির্ণায়ক সমাধানের ব্যাপারে নিবেদন করা হচ্ছে যে যদি আপনি স্বয়ং অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কোনও প্রকারে অর্থাৎ অলৌকিক কিংবা অকাট্য যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খোদাতা'লার

ঐশী গুণাবলীর ন্যায় কোরআনীয় অনুশাসনগুলিকে সত্য এবং যক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে সক্ষম হন তবে আমি অঙ্গীকার করছি যে আমি মুসলমান হয়ে যাব। সুধী, আমার এই সনদপত্রটি আপনি আপনার হাতেই রাখবেন। সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার বাকি অনুমোদনের জন্য আমাকে মার্জনা করুন।

সাক্ষর : মিস্টার আবদুল্লাহ্ আথম সাহেব

আবদুল হক গযনবীর ঘোষণা পত্রের উত্তরে মোবাহেলার ঘোষণা
২৬ শওয়াল ১৩১০ হিজরী

২৬ শওয়াল ১৩১০ হিজরীতে আবদুল হক গযনবী দ্বারা প্রকাশিত মোবাহেলার একটি ঘোষণাপত্র এই অধমের দৃষ্টিগোচর হয়। তদনুযায়ী এই ঘোষণাপত্রটি প্রকাশিত করা হচ্ছে যে, আমি ঐ ব্যক্তি থেকে এবং আমাকে কাফের ফতোয়া প্রদানকারী প্রতিটা এমন ব্যক্তি থেকে যাদেরকে বিদ্বান অথবা মৌলবী বলা হয়ে থাকে মোবাহেলা স্বীকার করছি। যদি আল্লাহ্ রাজি থাকেন তবে আমি ৩ অথবা ৪ জ্বিলকদ্ ১৩১০ হিজরী অবধি অমৃতসর পৌঁছে যাব। আর মোবাহেলার তারিখ ১০ জ্বিলকদ্ আর বৃষ্টি ইত্যাদি হওয়ার ক্ষেত্রে ১১ জ্বিলকদ্ নির্ধারিত হয়েছে। কোনও অবস্থাতেই এর অধিক বিলম্ব স্বীকার্য হবে না। মোবাহেলার স্থান মসজিদ খান বাহাদুর মুহাম্মদ শাহ্ সন্নিকটস্থ ঈদগাহ্ ময়দান নির্ধারিত হয়েছে। যেহেতু দিনের প্রথম অংশে প্রায় বারোটা অবধি খ্রীষ্টানদের সাথে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এই অধমের বিতর্ক হবে। আর এই বিতর্ক প্রায় বার দিন ব্যাপী চলতে থাকবে। এমতবস্থায় দুটোর পর থেকে সন্ধ্যা অবধি আমি অবসর পাব। তাই কাফের ফতোয়া প্রদানকারীরা যারা আমাকে কাফের সাব্যস্ত করে মোবাহেলা করতে ইচ্ছুক এই সুযোগে ১০ জ্বিলকদ্ অথবা কোন বিঘ্নিত পরিস্থিতিতে ১১ই

জ্বিলকদ্ ১৩১০ হিজরী তারিখে আমার সাথে মোবাহেলা করতে পারেন। ১০ জ্বিলকদ্ তারিখ এই জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে অন্যান্য উলেমাগণও যারা এই অসহায় কলেমাধারী মুসলমানকে কাফের অভিহিত করে তারাও মোবাহেলাতে শামিল হতে পারে। যাদের মধ্যে মহীউদ্দিন লখুওয়ালে, মৌলবী আবদুল জাব্বার সাহেব,শেখ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী এবং মুন্সী সাদউল্লাহ্ শিক্ষক উচ্চতর বিদ্যালয় লুধিয়ানা এবং আব্দুল আযিয ওয়াইয লুধিয়ানা,মুন্সী মুহাম্মদ উমর প্রাক্তন চাকুরীজীবি লুধিয়ানা নিবাসী,আর মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব রাইস লুধিয়ানা, মিঞাঁ নযির হুসেন সাহেব দেহলবী, পীর হায়দর শাহ সাহেব,হাফিয আব্দুল মান্নান ওযির আবাদী, মিঞাঁ আবদুল্লাহ্ টোঙ্কি,মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসৌরী,মৌলবী শাহ্ দ্বীন সাহেব, আর মৌলবী মুশতাক আহমদ সাহেব শিক্ষক হাই স্কুল লুধিয়ানাবাসী, মৌলবী রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, মৌলবী মুহাম্মদ আলী ওয়াইয নিবাসী বোপরাঁ জেলা গুজরাঁওয়ালা, মৌলবী মুহাম্মদ ইসহাক এবং সুলেয়মান নিবাসী রেয়াসত পাটিয়ালা,যহুরুল হাসান সাজাদহ নশীন বাটালা,মৌলবী মোহাম্মদ মুলাযিম মতবআ করম বখশ লাহোর ইত্যাদি। আর যদি এরা আমাদের রেজিষ্ট্রিকৃত বিজ্ঞাপন পাওয়া সত্ত্বেও মোবাহেলার উদ্দেশ্যে ময়দানে উপস্থিত না হয় সেক্ষেত্রে এটিই একটি উপযুক্ত প্রমাণ এ কথার সাব্যস্ত হবে যে তারা আসলে নিজেদের কুফরী আকীদাতে নিজেদেরকেই মিথ্যাবাদী,অত্যাচারী এবং বিচার বিরোধী মনে করে থাকে। বিশেষ করে সর্বপ্রথম শেখ মোহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব 'এশাআতুস সুন্নাহ্'র এটি কর্তব্য যে মোবাহেলার জন্য সে যেন নির্ধারিত তারিখে অমৃতসরে এসে পৌঁছায়। কেননা সে মোবাহেলার জন্য আবেদনও করেছে। আর স্মরণ থাকে যে, আমি বার বার মোবাহেলা করতে ইচ্ছুক নই। কেননা মোবাহেলা কোন হাঁসি-ঠাট্টার বস্তু নয়। এখন সমগ্র অস্বীকারকারীদের সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া উচিত। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি আমার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পরে এড়িয়ে চলবে আর নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হবে না তার পুনরায় মোবাহেলার

আবেদন করার কোনও অধিকার থাকবে না। তাকে নির্লজ্জ মনে করা হবে যে পশ্চাতে কাফের বলে বেড়ায়। অতএব বোঝানোর অন্তিম প্রয়াসকে পূর্ণ করার জন্য রেজিষ্ট্রি করে এই ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা হচ্ছে যাতে পরবর্তিতে কাফের ফতোয়া প্রদানকারীদের নিকট আর কোন বাহানা অবশিষ্ট না থাকে। যদি এর পরেও কাফের ফতোয়া প্রদানকারীরা মোবাহেলা না করে আর কাফের ফতোয়া প্রদানে বিরত না হয় তবে আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে বোঝানোর অন্তিম প্রয়াস পূর্ণ হয়েছে। আর এটাও যেন স্মরণ থাকে যে মোবাহেলার পূর্বে আমাদের অধিকার থাকবে আমরা যেন কোন সার্বজনিক সমাবেশে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের আস্থা তুলে ধরতে পারি।

والسلام علىٰ من اتبع الهدىٰ

ওয়াসসালামু আলা মানিত্তবা'ল হুদা

'হেদায়েতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

বিজ্ঞাপনদাতা :- মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

৩০ শওয়াল ১৩১০ হিজরী

বোঝানোর অন্তিম প্রয়াসের পূর্ণতা

যদি শেখ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী ১০ই জ্বিলকদ্ ১৩১০ হিজরী তারিখে মোবাহেলাতে উপস্থিত না হয় সেক্ষেত্রে সেই দিন থেকে ধরে নেওয়া হবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা তার সম্পর্কে প্রকাশিত করা হয়েছিল যে 'সে কাফের বলা থেকে তওবা করবে' পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। পরিশেষে আমি প্রার্থনা করছি,হে আমাদের সামর্থবান খোদা! সেই অত্যাচারী, দাম্ভিক এবং সর্বদা উপদ্রপকারীর উপর অভিশাপ বর্ষন করো এবং তাকে লাঞ্ছনার মৃত্যু দান কর যারা এখন এই মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ এবং শহর ও স্থান নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পরেও মোবাহেলার জন্য আমার বিরোধিতায় ময়দানে আসেনি আর না কাফির বলা

এবং গালি গলোচ থেকে বিরত থেকেছে। আমিন সুম্মা আমিন।

یاایھاا لمکفّرون تعالوااِلی امرھوسنۃ اللہ ونبیہ لافحام المکفّرین
المکذّبین۔ فان تولیتم فاعلموا ان لعنۃ اللہ علی المکفّرین
الذین استبان تخلفھم وشھد تخوفھم انھم کانوا کاذبین۔

বিজ্ঞাপনদাতা : মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

অনুবাদ ঃ- হে কাফের ফতোয়া প্রদানকারীরা! সেই কথার দিকে এস যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-র বিধান সম্মত। যাতে কুফর-এর মিথ্যা ফতোয়া প্রদানকারীদেরকে আকাশীয় নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে নিশ্চুপ করানো যেতে পারে। যদি তোমরা পলায়ন করো তবে জ্ঞাত হও সেই সব কাফেরদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লা'নত বর্ষিত হবে যাদের অঙ্গীকারভঙ্গ করা প্রকাশিত হয়েছে। আর তাদের ভয়ভীত হওয়াই প্রমান করে যে তারা মিথ্যাবাদী ছিল।--অনুবাদক)

এখানে কাফের ফতোয়া প্রদানকারী সমস্ত উলেমাকে নির্ধারিত তারিখ ১০ জ্বিলকদ্ ১৩১০ হিজরীতে অমৃতসরে মোবাহেলার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

☆